মাননীয় মন্ত্রী, দয়া করে বস্তিবাসীদের ‘উচ্ছেদ’ করবেন না

বাংলাদেশ সরকার রেলওয়েকে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে, খুব বেশিদিন হয়নি। মন্ত্রণালয়টির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান মি. সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে। দায়িত্ব নেবার অল্প দিনের মধ্যেই মাননীয় মন্ত্রী রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেছেন, রেলের সময় কমিয়ে আনার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন যার ফলাফল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান, একাধিক নতুন ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন করেছেন, ই-টিকেট বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিনের অবহেলিত রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শন করে এর সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় করার সরকারি এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি, প্রশাসনের বিকেন্দ্রণ করার সরকারের এই পদক্ষেপের সুফল জাতি অচিরেই পাবে। আমরা এটাও বলতে চাই, অভিজ্ঞ সংসদ সদস্য মি. সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তার এই বিরাট দায়িত্বের শুরুটা ভালভাবে করেছেন। তিনি অন্তত প্রমাণ করেছেন,

বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মান উন্নয়নে তার ঐকান্তিক সদিচ্ছা রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীকে আইএফডি'র পক্ষ থেকে তাই অভিনন্দন জানাই।

আজকের এই বিবৃতি আমরা প্রচার করছি মাননীয় মন্ত্রীর সাম্প্রতিককালে নেয়া একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। অতি সম্প্রতি মাননীয় মন্ত্রী ঢাকা শহরের রেললাইন পরিদর্শন করে রেললাইন পার্শ্ববর্তী বস্তি উচ্ছেদ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বর্তমান রেললাইনের পাশে তিনি আরো দুটি রেললাইন করতে চান।

মাননীয় মন্ত্রীর উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। তিনি রেললাইনের সক্ষমতা বাড়াতে চান বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার পরিধি বাড়ানোর জন্য। ফলে চালু হবে নতুন ট্রেন, বাড়বে সেবার মান, এবং তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে জনজীবনে।

কিন্তু আমাদের আপত্তি রয়েছে রেললাইন সংলগ্ন বস্তিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। এই বস্তিবাসীরা দীর্ঘদিন থেকেই রেললাইনের পার্শ্ববর্তী যায়গা অবৈধভাবে দখল করে তাদের থাকার যায়গা বানিয়েছে। যেহেতু এই জমির মালিক তারা নয়, তাই বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করার। কিন্তু তাদেরকে যদি এই রকম নির্দয়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে এই অসহায় মানুষগুলি যাবে কোথায়?

তারা নিশ্চয়ই তাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবে না। তারা যাবে শহরের অন্যত্র যেখানে অন্তত আগামী কিছুদিন একই কায়দায় উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে বস্তিবাসীদের জীবনের ভোগান্তি এবং অনিশ্চয়তা বাড়বে যার ফলশ্রুতিতে তাদের অনেকেই অন্যায় পথ বেছে নিতে পারে।

তাই আমাদের দাবি, দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় এই বস্তিবাসীদেরকে 'উচ্ছেদ' না করে 'পুনর্বাসন' করা হোক। আমরা মনে করি, সরকার যদি সহায় সম্বলহীন এই বস্তিবাসীদেরকে উচ্ছেদ না করে যথাযথ উপায়ে পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তাদের জীবনমানের যেমন উন্নতি হবে, তেমনি এই সিদ্ধান্তের সুফল দৃশ্যমান হবে সামগ্রিক নগর জীবনেও।

অসহায় মানুষদের পুনর্বাসন করার একাধিক মডেল সরকারের কাছেই আছে। তাই সরকার চাইলে এই সকল মডেল অনুসরণ করতে পারে। এই সকল মডেল বাস্তবায়নের জন্য

এগিয়ে আসতে পারে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিংবা অন্য কোন সরকারি সংস্থা। এর জন্য শুধু প্রয়োজন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সমন্বয়।

আইএফডি'র পাঠকদের হয়তো মনে আছে, আমরা রেললাইন সংলগ্ন বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের একটি মডেল আলোচনা করেছিলাম আইএফডি থেকে প্রকাশিত **'ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে আইএফডি'র প্রস্তাবনা'** শীর্ষক পলিসি পেপারে। এই পেপারের ১৭০ পৃষ্ঠায় আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করেছি কিভাবে সাশ্রয়ী বহুতল বিল্ডিং তৈরি করে এই সকল বস্তিবাসীদেরকে পুনর্বাসন করা যায়।

মাননীয় রেল মন্ত্রী যদি আমাদের এই প্রস্তাবনাটি এখনো পড়ে না থাকেন, তাহলে তাকে বিনীত অনুরোধ করব আইএফডি'র ওয়েবসাইটে (www.ideasfd.org) আপলোড করা এই পলিসি পেপারটির এই সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পড়ে দেখার জন্য।

বস্তিবাসীদেরকে পুনর্বাসন করে তাদেরকে একটি উন্নত জীবন পাইয়ে দেয়া মাননীয় রেলমন্ত্রী মি. সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কাজ নয়। তার যা কাজ, তিনি সেটাই করছেন। তিনি রেলওয়ের সেবা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাই তিনি বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা তার কার্যপরিধির বিচারে সঠিক।

কিন্তু আমাদের কথা হল, সরকার তো শুধু রেলওয়ের সেবা বাড়ানোর কাজ করছে না। সরকারের কাজের পরিধি আরো অনেক ব্যাপক, আরো অনেক বিস্তৃত। তাই সরকারের এই ব্যাপক উন্নয়ন এজেন্ডা বিবেচনায় এনে মাননীয় রেলমন্ত্রী মি. সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সময়ের প্রয়োজনে তার কার্যপরিধি যদি দয়া করে আরেকটু বাড়িয়ে এই অসহায় মানুষগুলির পুনর্বাসনের ব্যাপারে নের্তৃত্ব দেন, তাহলে এতে তার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু জনগণের লাভ হবে অনেক।

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট (আইএফডি)
৬/০২/২০১২

ছবিসূত্রঃ www.facebook.com